যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৩২১

১/ বিবিধ

আরবী

من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان
موضوع

رواه أبو يعلى في " مسنده " (4 / 1602) وعنه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " (200 / 617) وكذا ابن عساكر (16 / 182 / 2) من طريق أبي يعلى وابن بشران في " الأمالي " (88 / 1) وأبو طاهر القرشي في " حديث ابن مروان الأنصاري وغيره " (2 / 1) من طريق يحيى بن العلاء الرازي عن مروان بن سليمان عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسين بن علي مرفوعا
قلت: وهذا سند موضوع، يحيى بن العلاء ومروان بن سالم يضعان الحديث
وعزاه ابن القيم في " تحفة المودود " (ص 9) للبيهقي، ثم قال: وقال: إسناده ضعيف
قلت: وفيه تساهل لا يخفى، ونحوه قول الهيثمي في " المجمع " (4 / 59) : رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سليمان الغفاري وهو متروك
فتعقبه المناوي في " شرح الجامع الصغير " بقوله: وأقول: تعصيب الجناية برأسه وحده يؤذن بأنه ليس فيه من يحمل عليه سواه، والأمر بخلافه ففيه يحيى بن العلاء البجلي الرازي، قال الذهبي في " الضعفاء والمتروكين ": قال أحمد كذاب وضاع، وقال في " الميزان ": قال أحمد: كذاب يضع، ثم أورد له أخبارا هذا منها
قلت: وقد خفي وضع هذا الحديث على جماعة ممن صنفوا في الأذكار والأوراد، كالإمام النووي رحمه الله، فإنه أورده في كتابه برواية ابن السني دون أن يشير ولوإلى

ضعفه فقط، وسكت عليه شارحه ابن علان (6 / 95) فلم يتكلم على سنده بشيء! ثم جاء ابن تيمية من بعد النووي فأورده في " الكلم الطيب " ثم تبعه تلميذه ابن القيم، فذكره في " الوابل الصيب "، إلا أنهما قد أشارا إلى تضعيفه بتصديرهما إياه بقولهما ويذكر، وهذا وإن كان يرفع عنهما مسؤولية السكوت عن تضعيفه، فلا يرفع مسؤولية إيراده أصلا، فإن فيه إشعارا أنه ضعيف فقط وليس
بموضوع، وإلا لما أورداه إطلاقا، وهذا ما يفهمه كل من وقف عليه في كتابيهما ولا يخفى ما فيه، فقد يأتي من بعدهما من يغتر بصنيعهما هذا وهما الإمامان الجليلان فيقول: لا بأس فالحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال! أو يعتبره شاهدا لحديث آخر ضعيف يقويه به، ذاهلا عن أنه يشترط في هذا أو ذاك أن لا يشتد ضعفه، وقد رأيت من وقع في شيء مما ذكرت، فقد روى الترمذي بسند ضعيف عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، وقال الترمذي: حديث صحيح، والعمل عليه
فقال شارحه المباركفوري بعد أن بين ضعف إسناده مستدلا عليه بكلمات الأئمة في راويه عاصم بن عبيد الله: فإن قلت: كيف العمل عليه وهو ضعيف؟ قلت: نعم هو ضعيف، لكنه يعتضد بحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما الذي رواه أبو يعلى الموصلي وابن السني! فتأمل كيف قوى الضعيف بالموضوع، وما ذلك إلا لعدم علمه بوضعه واغتراره بإيراده من ذكرنا من العلماء، وكدت أن أقع أنا أيضا في مثله، فانتظر
نعم يمكن تقوية حديث أبي رافع بحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى
أخرجه البيهقي في " الشعب " مع حديث الحسن بن علي وقال: وفي إسنادهما ضعف، ذكره ابن القيم في " التحفة " (ص 16)
قلت: فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن بحيث أنه يصلح شاهدا لحديث رافع والله أعلم.

فإذا كان كذلك، فهو شاهد للتأذين فإنه الذي ورد في حديث أبي رافع، وأما الإقامة فهي غريبة، والله أعلم

وأقول الآن وقد طبع " الشعب ": إنه لا يصلح شاهدا لأن فيه كذابا ومتروكا، فعجبت من البيهقي ثم ابن القيم كيف اقتصرا على تضعيفه حتى كدت أن أجزم بصلاحيته للاستشهاد! فرأيت من الواجب التنبيه على ذلك وتخريجه فيما يأتي (6121)

বাংলা

৩২১। যে ব্যাক্তির কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, অতঃপর তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেয়া হবে, বাচ্চাঁদের মা (শয়তান) তার কোন অনিষ্ঠ করতে পারবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ ইয়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৪/১৬০২) এবং তার থেকে ইবনুস সুন্নী "আমলুল ইওয়াম ওয়াল-লায়লাহ" গ্রন্থে (২০০/৬১৭) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আসাকির (১৬/১৮২/২) আবূ ইয়ালার সূত্র হতে, ইবনু বিশরান “আল-আমলী” গ্রন্থে (১/৮৮) এবং আবু তাহের কুরাশী “হাদীস ইবনু মারওয়ান আনসারী ওয়া গায়রেহি” গ্রন্থে (১/২) ইয়াহইয়া ইবনুল আল আর-রায়ী সূত্রে মারওয়ান ইবনু সুলায়মান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এটির সনদ বানোয়াট। ইয়াহইয়া ইবনুল আলা এবং মারওয়ান ইবনু সুলায়মান, তারা উভয়েই হাদীস জালকারী। ইবনুল কাইয়্যিম "তুহফাতুল মওদূদ" গ্রন্থে (পৃ৯) বলেছেনঃ সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি নরম পন্থা অবলম্বন করেছেন। অনুরূপভাবে হায়সামী তার "আল-মাজমা" গ্রন্থে (৪/৫৯) মারওয়ান ইবনু সুলায়মানকে শুধুমাত্র মাতরুক (অগ্রহণযোগ্য) বলেছেন। এ কারণে মানবী তার সমালোচনা করে “শারহু জামেউস সাগীর” গ্রন্থে বলেছেনঃ ইয়াহইয়া ইবনুল আলা বাজালী সম্পর্কে যাহাবী "আয-যু'য়াফা ওয়াল মাতরূকীন" গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ বলেছেনঃ তিনি মিথ্যুক, জালকারী। তিনি “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আহমাদ বলেনঃ তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি যে বানোয়াট তা অনেক লেখকের নিকটেই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, যেমন ইমাম নাবাবীর নিকট।

এছাড়া ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং ইবনুল কাইয়্যিম-এর নিকটেও আসল তথ্যটি লুক্কায়িতই রয়ে গেছে, যদিও তারা উভয়েই হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আবু রাফে’ হতে তিরমিযী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। আবু রাফে’ বলেনঃ যখন

ফাতেমা (রাঃ) হাসান ইবনু আলীকে জন্ম দিলেন, তখন আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসানের কানে সালাতের ন্যায় আযান দিতে দেখেছি।

মুবারাকপুরী এ হাদীসটি দুর্বল বলার পরেও এটির উপর আমল করা যাবে একথা বলেছেন, উল্লেখিত জাল হাদীসকে (যেটিকে আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন) আবু রাফের হাদীসের শাহেদ হিসাবে বর্ণনা করে। চিন্তা করে দেখুন কিভাবে দুর্বল হাদীসকে জাল হাদীস দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।

জি হ্যাঁ; আবু রাফের হাদীসকে শক্তিশালী করা যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা। যেটিকে বাইহাকী "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে উল্লেখিত আবু রাফের হাদীসের সাথে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেনঃ হাদীস দুটির সনদ দুর্বল।

যদি এরূপ হয়, তাহলে আবু রাফের হাদীসে যে শুধু আযান দেয়ার কথা আছে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসের আযানের অংশটুকুই শুধুমাত্র তার (আবু রাফের) হাদীসের শাহেদ হতে পারে। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসে যে ইকামাতের কথা বলা হয়েছে সেটা গ্রহণযাগ্য হবে না।

ফুটনোট

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ হাসান পর্যায়ের হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ফাতেমা (রাঃ) যখন হাসান ইবনু আলীকে জন্ম দেন তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম তার কানে সালাতের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন। হাদীসটি আবু দাউদ- "সহীহ্ আবী দাউদ" (৫১০৫), ও তিরমিযী-"সহীহ্ তিরমিযী"- (১৫১৪) বর্ণনা করেছেন, হাদীসে দু'কানে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি, অতএব এক কানে আযাস দিলে তাই যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5580

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন